দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 03 JAN 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ঢাবি'র ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তি ইস্যুতে সাদা ও নীল দলের শিক্ষকদের দূরত্ব বাড়ছে

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকের সম্ভাব্য মুক্তির ব্যাপারে কৃতিত্ব দাবি নিয়ে কার্যত বিএনপিপন্থী সাদা ও আওয়ামী লীগপন্থী নীল দলের শিক্ষকরা দুভাগ হয়ে পড়েছেন। মুক্তির উপায় নিয়ে মতভিন্নতার কারণে উভয় গ্রুপের মধ্যে ক্রমশ সম্পর্কের দূরত্ব বাড়ছে। উভয় গ্রুপের শিক্ষকরা ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির ইস্যুকে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহারের চেষ্টা করছেন। গত ৩০ ডিসেম্বর শিক্ষক সমিতির জরুরি সাধারণ সভার পর থেকে শিক্ষকদের মধ্যে এই বিভক্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

সাদা দলের শিক্ষকরা বলেছেন, সমঝোতার মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির চেষ্টা চলছে। সরকার ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির বিষয়ে খুবই আন্তরিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর আগেই তাদের মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে নীল দলের শিক্ষকরা বলেছেন, ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির বিষয়ে গত ৯ ডিসেম্বর সরকারের দায়িত্বশীল মহল থেকে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। এ কারণে শিক্ষক সমিতির কর্মসূচি দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হয়। কিন্তু এখনও ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তি দেয়া হয়নি। আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজনে শিক্ষক সমিতির তলবী সভা ডেকে কর্মসূচি দেয়া হতে পারে। (১৫শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবি'র ছাত্র-শিক্ষকের

(প্রথম পৃঃ পর)

শিক্ষকরা ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির জন্য সরকারকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন।

শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ও বর্তমান কার্যকরী পরিষদের সদস্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ইত্তেফাককে বলেন, সাদা দলের বিবৃতি শিক্ষকসুলভ নয়, এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তিই আমাদের মূল লক্ষ্য। সাদা দলের শিক্ষক ও সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মামুন আহমেদ ইত্তেফাককে বলেন, ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির ক্রেডিট নিতে চায় নীল দলের শিক্ষকরা। সমিতির নির্বাচনী প্রচারণায় এটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভিসির সঙ্গে নীল দলের শিক্ষকদের সাক্ষাৎ

কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির বিষয় নিয়ে নীল দলের শিক্ষকরা বুধবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। শিক্ষকরা গোয়েন্দা সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বৈঠকের বিষয়বস্তু জানতে সাক্ষাৎ করেন বলে জানা গেছে। সাক্ষাৎ শেষে শিক্ষকরা বলেন, দায়িত্বশীল মহলের সঙ্গে প্রশাসনের কি আলোচনা হয়েছে সেটি এবং সরকারের আশ্বাস নিয়ে কথা হয়। সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে একই মতাদর্শ শিক্ষকদের উপস্থিত নিয়েও আলোচনা হয়। ভিসি সামনের বৈঠকগুলোতে সকল মতাদর্শের উপস্থিতির আশ্বাস দেন। সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন নীল দলের শিক্ষক নেতা অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, অধ্যাপক কে এম সাইফুল ইসলাম খান প্রমুখ।

সাক্ষাৎ শেষে অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের মাধ্যমে অবিলম্বে ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির দাবি জানানো হয়। প্রশাসনের নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য অনুরোধ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য আমি সব সময় সচেষ্ট। ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির জন্য আমাদের প্রচেষ্টা সব সময় অব্যাহত। আশা করি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।

ঢাকা ভার্সিটির ৪ শিক্ষক ও ১৫ ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা ২ সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ

॥ কোর্ট রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ শিক্ষক ও ১৫ ছাত্রের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় জরুরী বিধিমালার আওতায় দায়ের করা মামলায় গতকাল বুধবার দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দি আদালত রেকর্ড করেছেন। এ দুইজন সাক্ষি হচ্ছেন: বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মোড়ের চায়ের দোকানদার মোঃ শাহ আলম ও শাহবাগ মোড়ের ফুলের দোকানের কর্মচারী সবুজ। সাক্ষী শাহ আলম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, টিএসসি মোড়ে তার কোন চায়ের দোকান নেই। তবে আগে ছিল।

পুলিশের সোর্স কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ওই সাক্ষী নিশ্চুপ থাকেন। সাক্ষ্য প্রদান শেষে সাক্ষী অঝোরে কাঁদতে থাকেন। অপর সাক্ষী সবুজ আদালতে বলেন, পুলিশের কথায় সে মামলার জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করেন। বিচারক মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেরা রেকর্ড করেন। এ পর্যন্ত এ মামলায় ৫ জন সাক্ষি সাক্ষ্য দিয়েছেন। সাক্ষ্য গ্রহণের পরবর্তী তারিখ ৬ জানুয়ারি ধার্য করা হয়েছে।